দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 JUN 2008
পৃঃ ৮ কলাম ৪

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ-৪ বইতে ভুল

সৌভাগ্যক্রমে আমি পরিণত বয়সে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামে পঞ্চম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী। আমার প্রিয় বিষয় ভূগোল ও পরিবেশ। এই বইয়ের অনেক ভুল আমার চোখে ধরা পড়েছে। যেমন বইটির প্রথম পাতার সপ্তম লাইনেই বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ৪৪ ডিগ্রি-০১ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশ লেখা, তবে হবে ৮৮ ডিগ্রি ০১ মিটার। পাঠ ১.১-এর পৃষ্ঠা-২ এর শেষের দিকেও একই ভুল দেখা যায়। উল্লেখ্য যে, এক ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশের সমান ৬০ মিনিট বা ৬০ নটিকেল মাইল। অর্থাৎ প্রতি ১ মিনিটে ১ নটিকেল মাইল আর ১ নটিকেল মাইল সমান ১.৮৫ কিলোমিটার সুতরাং ৮৮ ডিগ্রির স্থলে ৪৪ ডিগ্রি ছাপা হওয়াতে বাংলাদেশের প্রস্থ প্রায় ২৬৪০ নটিকেল মাইল বেড়ে যাচ্ছে। দেশের নির্ম্ন হচ্ছে ২০°-৩৪' থেকে ২৬°-৩৮'। উত্তর অক্ষাংশ= ৩৬৪ নটিকেল মাইল=৬৭৩ কিলোমিটার। সুতরাং দেশের প্রস্থ ৯২°-৪১ থেকে ৮৮°-০১= ২৮০ নটিকেল মাইল বা ৫১৮ কিলোমিটার। বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বইতে লেখা উচিত ছিল বলে মনে করি। ঐ বইয়ের ইউনিট-২ পৃষ্ঠা ২৯-এর প্রথম লাইনেই বাংলাদেশে মোট নদ-নদীর সংখ্যা প্রায় ১০০০ মতান্তরে ৭০০টি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০০৪ সালে প্রণীত বাংলাদেশের নদ-নদী নামক গবেষণামূলক গ্রন্থে মোট নদ-নদীর সংখ্যা ৩১০টি উল্লেখ রয়েছে এবং এগুলোর বিস্তারিত বিবরণও দেয়া আছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)-এর নদী গবেষণামূলক গ্রন্থ RIVER MILEAGE TABLE OF BANGLADESH 1975 যা ১৯৬২-১৯৬৭ পর্যন্ত দেশব্যাপী পানি বিশেষজ্ঞসহ ব্যাপক নদী জরিপের পর প্রণীত এবং এতে মোট নদ-নদীর সংখ্যা ২৩০টি উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ৭০০ বা ১০০০ টি নদী হওয়া কোন অবস্থায়ই সম্ভব নয়। তবে ছোট ছোট খাল-বিলসহ হিসেব করলে হয়তোবা এ সংখ্যাটি ৩১০-এর বেশি হতেও পারে। এ ব্যাপারে ঐ বইতে বিস্তারিত তথ্য দেয়া অপরিহার্য ছিল বা এখনো অন্যান্য পাঠ্যবইতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ বইয়ের ৩৩ পাতার দ্বিতীয় লাইনে পত্তর/হরপসা নদীর নাম পরিবর্তন করে বগচিবাচা (কাজিবাচ) নাম ধারণ করেছেন বলে উল্লেখ আছে, যা হবে কাজিবাচা নদী। তাছাড়া ৩৯ পাতার ১২ লাইনে গসা-পদ্মা নদীর সর্বোচ্চ পানি তলের পরিমাণ ৪৮ ফুট এবং সর্বনিম্ন ১৮৯ ফুট উল্লেখ রয়েছে। যা হবে সর্বোচ্চ ১৮৯ ফুট এবং সর্বনিম্ন ৪৮ ফুট। এ ধরনের ভুলগুলো পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ করছি।

মো. এমদাদুল হক (বাদশা),
গ্রাম: চরকুমারীয়া, ডাকঘর: জগতপুর,
থানা: তিতাস, জেলা: কুমিল্লা।